শ্রেষ্ঠ কবিতা

শ্রেষ্ঠ কবিতা

দুখু বাঙাল

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
১৪২৭ বঙ্গাব্দ : মুজিববর্ষ-২০২০

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক : রফিক জীবন
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : ফাতেমা জোহরা

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা

Srestho Kobita : A Collection of Best Poem by **Dukhu Bangal**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970

e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : Mujib Year-2020

Price : 500.00
US $ 25

ISBN 978 984 95102 2 2

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

ফাতেমা জোহরাকে—

পাশাপাশি একজীবন সন্তরণ করিলেই শুধু
কোনোদিন কোনোকিছু চাহিলে না তুমি।

ভূমিকা

একজন লেখকের শ্রেষ্ঠ লেখা বা শ্রেষ্ঠ পুস্তক কোনটি, আলোচনা-সমালোচনার ক্ষেত্রে জড়জগতে ব্যবহৃত এই প্রশ্নের একটা ভাবার্থ বা মর্মকথা বের করা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এর কোনো উত্তর হয় না। গতির প্রবহমানতায় যে লেখকের সন্তরণ, তার কাছ থেকে তার এগিয়ে চলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যেতে পারে; সেক্ষেত্রে উত্তর প্রত্যাশা করা অযৌক্তিক কিছু নয়। দীর্ঘজীবনের সাধনায় উত্তরটা সহজ হয়ে এলেও, শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হওয়ার ক্ষেত্রে এসে যায় অন্তহীন কুণ্ঠা ও জড়তা। সরলভাবে বলা যায়— একজন কবির প্রতিনিধিত্বকারী ভালো লেখাগুলোকে খানিকটা আলাদা করে দেখানো। পাঠকের প্রতি আমার সবিনয় অনুরোধ, আমার ক্ষেত্রেও তাঁরা শ্রেষ্ঠ শব্দটি কথার কথা বলেই ধরে নেবেন।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সাময়িকী বা সংকলনের মাধ্যমে আলোর মুখ দেখতে গিয়ে কবিদের লেখাই বেশি হারায়; আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। নির্বাচিত কবিতায় বাদ পড়েছে অনেকে। এবার শ্রেষ্ঠত্বের ছুতোয় একই অবস্থা। এই কিস্তির সীমাবদ্ধতা ও সংকুলানের কারণে পাঠকপ্রিয় কোনো কবিতা বাদ পড়লে, সেজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কানাখোঁড়া বা কোনো দোষে দুষ্ট বলে নয়; আপাতত পশ্চাতে ফেলে যাওয়া সন্তানদের জন্য পিতৃত্বের হাহাকারে পাঠকমাত্রেই সমব্যথী হবেন এটাই সান্ত্বনা।

কবিতাগুলো সাজানো হয়েছে বই প্রকাশের কালক্রম ও মূল বইয়ের সূচিধারা ঠিক রেখে, যাতে করে একজন কবির পরিণতি লক্ষ করতে পাঠকের অসুবিধা না হয়। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, দীর্ঘদিন আগের লেখাও স্থান পেয়েছে শেষতম প্রকাশনায়। এক্ষেত্রে সময়ের ফারাকটা থেকে গেলেও মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। বাছাইপর্বে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই কবি টোকন ঠাকুরকে।

মুজিববর্ষ-২০২০ **দুখু বাঙাল**

পানসি
বিকে মেইন রোড
খুলনা-৯১০০

সূচিপত্র

নির্বাচিত নির্বাসন [প্রথম প্রকাশ—১৯৮৬]

আমার সোনালি কথা ১৩
আমার হলুদ বউ ১৪
একটি মাত্র কবিতা ১৫
তোমাকে দেখার লোভ ১৬
বাংলা, কেবলি বাংলায় ১৭
ফিরে আসে শের আফগান ১৮
যে মৃত্যু অমর ১৯
শরতের একক সন্ধ্যায় ২০

নির্জন পাথর [প্রথম প্রকাশ—১৯৯৪]

অপেক্ষায় আছি ২৩
আকাশের কাছে এসে ২৪
আরেকটা জীবন ২৫
এতটা সমুদ্রপথ ২৬
কবি ২৭
কবিতা এবং কবিতারা ২৮
ঘর ছাড়া এই ঘর ২৯
ছায়া নীরবতা ৩০
পথ অপরূপ ৩১
সমুদ্রের পাশে ৩২

কাছে আসি দূরে যাই [প্রথম প্রকাশ—২০০১]

অবিনশ্বর অক্ষরের মতো ৩৫
একফোঁটা ঘাস ৩৬
কাছে আসি দূরে যাই ৩৭
কার মুখ দেখে তুমি ৩৮
গাংচিল কবিতার নাম ৩৯
ছোট ডালিমা ৪০

৪৭ শেষ দেখা : প্রথম সাক্ষাৎ
৪৮ ক্ষমা চাওয়ার প্রার্থনা

সমুদ্র সান্নিধ্যে মন [প্রথম প্রকাশ—২০১১]

৫১ অপমান কোরো না দোহাই
৫২ আত্মার বিদীর্ণ ছায়ায়
৫৩ ইয়া নাফসির ভিড়ে
৫৪ একবারই আসি
৫৫ কবিতাসকল
৫৮ চাহে না যে জল
৫৯ জেনিফার
৬০ তাকে ভিখ দাও তুমি
৬১ তোমাকে দিলাম সব
৬২ তোমারেই সঙ্গে নেব
৬৩ নিরুত্তর দিন
৬৪ পঁচিশ বছর পর
৬৫ ফের যদি দেখা হয়
৬৬ বনবাস
৬৭ শুদ্ধ উচ্চারণ
৬৮ শুধু মনে রবে
৬৯ সব জনমেই বিচ্ছেদে রবো
৭০ সমুদ্র সান্নিধ্যে মন
৭১ সেরে যায় দুরন্ত ক্যানসার
৭২ সোহাগি বিলাই

যে পাতে জনমলোহু [প্রথম প্রকাশ—২০১৫]

৭৫ আরণ্যক হাসি
৭৬ আশার শিরীষ
৭৭ উঠানেরই দাম চিরদিন
৭৮ কবিতার সিঁড়ি

ছোঁয়া-২ ৪১
জলবিষয়ক দুটি কবিতা ৪২
দূর পরবাসী ৪৩
দেখা হলো আমাদের ৪৪
ফেরে না যে ঘরে ৪৫
বেহুলা বাংলায় ৪৬
জননীর মুষ্টিবদ্ধ আঙুলের ভাষা ৮৪
তোমাকে ডাকার মন্ত্র ৮৫
তোমার কিনার ৮৬
তোমার শাড়ি ৮৭
দাঁড়িশূন্য স্বপ্নের সড়ক ৮৮
প্রিয় দুই নাম ৮৯
বিবাগি স্বপ্নের মায়া ৯০
বৈশাখ ৯১
ভোলায় যে বোল ৯২
মায়ের আসন ৯৩
মোগো বারি বরিশাল ৯৪
মোগল-বৈভব ৯৫
মধ্যরাতের অতিথি আখ্যান ৯৬
যে পাতে জনমলোহু ৯৭
রৌদ্রের বিভাস ৯৮
লুসাইয়ের আরাধন ৯৯
শুদ্ধ লওয়াজিম ১০০
সাম্প্রদায়িকতার ভয়াল কুসুম ১০১
স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা ১০২
হে আমার অনাগত প্রেমপুত্র ১০৪

হরিজন শব্দাবলি [প্রথম প্রকাশ—২০১৮]

আত্মার বিবর্ণ কুলুপ ১০৭
আঁধার বনাম অন্ধকার ১০৮
এত জল পৃথিবীতে ছিল ১০৯
এবং এই আগমনি বার্তায় ১১০
কবিও সাঁতার জানে ১১২
কবিখ্যাত এই দেশে ১১৩
কবে যে ভাসাবে বলো ১১৪

৭৯ কুমারীর বৈধব্য-ঠোঁট
৮০ কৃষ্ণছাগ
৮১ কোন সে চোখের জলে
৮২ খণ্ডচিত্র
৮৩ গুণ রেজিমেন্ট
১১৯ দূর তপোবনে
১২০ প্রলয়ের ফণা
১২১ পোপ ও রোহিঙ্গাকুসুম
১২২ প্যালেস্টাইন
১২৩ বহুগামী সিংহের সমান
১২৪ মানব ছায়ায়
১২৫ রামপাল ও জীবনানন্দ দাশের মুখাগ্নি
১২৬ রোহিঙ্গা ও সত্যকামজননী
১২৭ সত্যকাম তোমারই সন্তান
১২৮ সমুদ্রটা দেখা দিয়ে যায়
১২৯ সামুদ্রিক অভিবাদন
১৩০ সূর্যসতিন
১৩১ সেই সে কান্নার ধ্বনি
১৩২ হিসিধন্য সিংহাসন

সোনার কবজ [প্রথম প্রকাশ—২০১৮]

১৩৫ অধমের মোনাজাত
১৩৭ অধিকার দিয়েছ যাহারে
১৩৮ অন্ধকার অরণ্য ছায়ায়
১৩৯ কার নামে এইসব
১৪০ কাহার চুলের কাঁটা
১৪১ জাতিসংঘ— দমকল বাহিনী
১৪২ তোমাকে জানাবে এক সমুদ্রসালাম
১৪৩ তোমার পায়ের তলায় সব
১৪৪ দেশভাগ
১৪৫ পেছনে চল্লিশ ফেলে মা
১৪৬ ফেলানী : স্বদেশের আর্তনাদ

কারে কয় রূপবতী, কাহারে সুন্দর ১১৫
কিংবা কবিরাজ ১১৬
জন্মের সীমানা ভেঙে ১১৭
তিনটি কবিতা ১১৮

১৪৯ মননে ধূসর ছায়া, মেধায় ডাকাত
১৫১ সোনার কবজ

অগ্রন্থিত

১৫৭ আয় আয় আয়
১৫৮ এতটা দূরের দ্বীপে

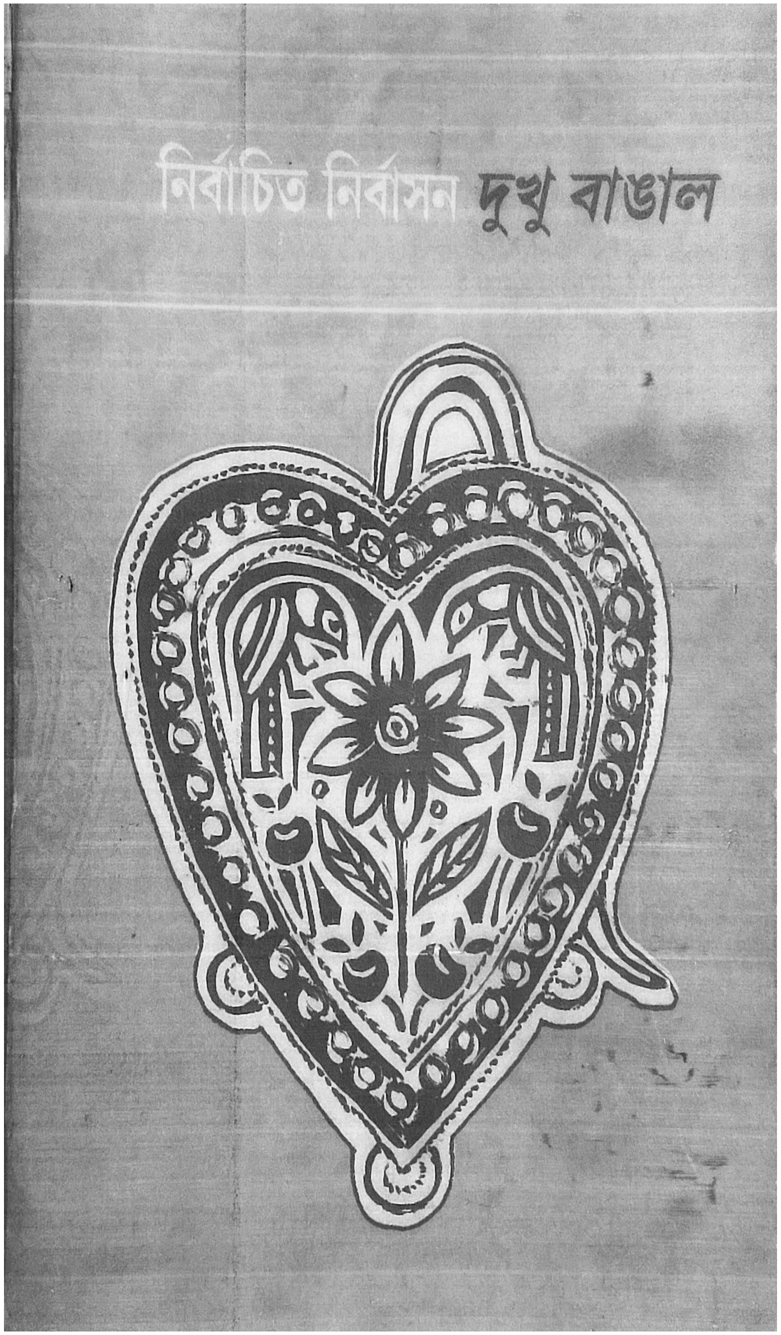

প্রকাশক
শেখ বাবলী হক
লেখক প্রকাশনী
৩৬ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

স্বত্ব : ফাতেমা জহুরা

প্রচ্ছদ শিল্পী : মুর্তজা বশীর

মুদ্রণ
সুইটি আর্ট প্রেস ৭৭ জিন্দাবাহার ১ম গলি ঢাকা-১
পিপলস্ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৩২ পুরানা পল্টন ঢাকা-২

দাম : পঁচিশ টাকা

প্রকাশকাল : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

আমার সোনালি কথা

আমার ঐশ্বর্য যত ভালোবাসা এইসব বর্ণমালা সোনালি অক্ষর
অ আ, ক খ কুমারের মৃত্তিকা খড়কুটা বাঁশের বাখারি আর তুলি
নেমে আসেন উর্বশী মেনকারা কবিতার পাশাপাশি ঝলমলে ভোর
গভীর সমুদ্রে ডুবে কপালে ছোঁয়াই আমি রবি ঠাকুরের পদধূলি।

চিঠি লিখি, মা তুমি কেমন আছো— পত্র পাই, আয় খোকা আয়
উত্তর গোলার্ধ থেকে বহুদূর কুমেরুতে দশদিকে যায় যত দূর
জানি না এমন করে পৃথিবীর অন্য কেউ শোনে নাকি এই মধু সুর
আমার পরান বুলি আব্বাসের গান হয়ে ভাসে দূর গাঁয়।

আমার সোনালি বর্ণ— দীনবন্ধুর পাণ্ডুলিপি নীল চাষে প্রতিবাদ
মুজিবের কণ্ঠস্বর সম্মোহিত জনতার ঢেউ বাংলার স্বপ্ন সাধ
বক্ষ চিতিয়ে দেওয়া বঙ্গ শার্দুল সব ভেঙে চলে সব বাধ
আমার সোনালি কথা সাতান্ন সাগর মিলে মন্থনে নিমগ্ন ব্যাকুল—
নতুন দ্বীপের খোঁজে তরঙ্গের মস্তক তোলা দিগ্‌বিজয়ী সিন্দাবাদ
মাইকেল মধুসূদনের সেই ফিরে আসা কপোতাক্ষের দুই কূল।

আমার হলুদ বউ

আমার হলুদ বউ নারী নয়, শুধু রাঙা বউ
ছিল না সে কোনোদিন মেয়েলোক অথবা বালিকা
সহস্র ফুলের মাঝে সে আমার একান্ত মালিকা
মধু শুধু মধু রয়, বলে না সে আমি ফুল মউ।

ঘুরেছি সাগর জলে বহুদিন মেটেনি পিপাসা
যমুনার একবিন্দু অশ্রুকণা প্রশান্ত অসীম
আমাদের ভালোবাসা হাসি গান নিয়ত আদিম
দেখিনি হৃদয়পট যমুনার বেঁধেছে কি আশা।

অন্ধের মতো মোরা হেঁটে যাব, যাব বহুদূর
সাগর পাহাড় আর মরুভূমি সবকিছু ছেড়ে
আচমকা ঝড় এসে একদিন নিয়ে যাবে কেড়ে
অন্ধকার উপত্যকা— তুমি আমি সেই মধু সুর।

একটি মাত্র কবিতা

চাই হাতে বৈজয়ন্তী স্বদেশের একবিন্দু মাটি
যুদ্ধ আর রণক্ষেত্র সৈনিকের জীবন বৈভব
পরিশ্রমী শাহজাহান সৃষ্টি যার অনবদ্য খাঁটি
যেমন স্বপ্নিল চোখে অনুপম মানব শৈশব।

আমিও বানাব এক তাজমহল শব্দের খেলায়
পাশাপাশি মমতাজ মোনালিসা বনলতা সেন
গর্বান্ধ সম্রাট শুধু চেয়ে রবে নিষ্পলক দারুণ ঈর্ষায়
পৃষ্ঠ চাপড়ে দিয়ে কলম্বাস— শাবাশ সত্যেন!

আজন্ম ঐশ্বর্য বলে একটি মাত্র কবিতাই ঢের
অতন্দ্র যোদ্ধার বেশে গাঁথি আমি পঙক্তির মালা
এক ইঞ্চি মাটির চেয়ে বেশি দাম একটি শব্দের
নতুনের আগমনে পূর্ণ হয় চিরদিন শূন্যতার ডালা।

তোমাকে দেখার লোভ

গভীর লোভের বশে
প্রতারণা করেছি কতবার
সমুদ্র দেখার ছলে
অন্ধকারে হয়েছি হাজির আমি
অচেনা সৈকতে
গাংচিল বলাকারা হয়ে গেছে চুরি
আমিও আড়াল থেকে
তোমারে দেখেছি শতবার।